নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১১, পৃষ্ঠা ৬৭-৮২
©২০০৬ নৃবিজ্ঞান বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

প্রতিবেশ-নারীবাদঃ উৎস ও স্বরূপের সন্ধান

এ.এস.এম. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া*

১.

আমাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারায় দুটি সংযোজন উল্লেখ্য, তার একটি হল নারীবাদ, অন্যটি পরিবেশবাদ। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও কৃৎকৌশলগত প্রেক্ষাপট সাপেক্ষে এ দুটি মতবাদই যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। পৃথকভাবে দুটি মতবাদ দাবী করে — 'নারী' এবং 'পরিবেশ' উভয়ের উপর আরোপিত কর্তৃত্ব মূলত মানুষের ভোগবাদী চিন্তাভাবনার পরিপ্রেক্ষিত থেকে উদ্ভূত। আমাদের প্রথাগত ইতিহাসে গড়ে উঠা পুরুষতান্ত্রিকতায় 'নারী' এবং কৃৎকৌশলগত উন্নয়ন ও মানব-ভোগের প্রেক্ষাপট থেকে 'পরিবেশ' — এ দুই-ই হয়ে উঠছে কর্তৃত্ব আরোপের সাধারণ ক্ষেত্র। যেমন, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে লক্ষ্য করা যায় নারীকে গণ্য করা হচ্ছে *'ভিন্নসত্তা'*[১] হিসেবে, ধর্মীয় মহাআখ্যান থেকে শুরু করে পুরুষশাসিত জ্ঞান-বয়ানের (epistemic discourse)[২] প্রত্যেকটি ধারায় নারীকে নিয়ে তৈরি করা হয়েছে অবদলনের কড়চা এবং পুরুষ থেকে নারীর প্রতি অবজ্ঞা, বৈষম্য ও অবদমন। পুরুষশাসিত এ জতুগৃহ থেকে বের হবার প্রয়াসে নারী সমতার আন্দোলনে পা বাড়ায় — নারীর উপর আরোপিত পুরুষ-কর্তৃত্ব অপসারণ ও লিঙ্গ-দ্বি-বিভাজনের (gender dichotomy) স্থলে লিঙ্গ-সমতা (gender equity) প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়ে *নারীবাদের* উদ্ভব। সমাজ বিকাশের ধারাবাহিকতায় আরেকটি অবদমনের ক্ষেত্র লক্ষ্য করা যায়— তা হল পরিবেশ-প্রকৃতি। পরিবেশ-প্রকৃতির উপর মানব অবদমন বস্তুত মানুষেরই সুস্থ জীবন যাপনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং লক্ষ করা যাচ্ছে নারীর উপর আরোপিত কর্তৃত্ব পুরুষবাদী অহং থেকে এবং পরিবেশের উপর আরোপিত কর্তৃত্ব মানুষের ভোগবাদী চিন্তাভাবনার পরিপ্রেক্ষিত থেকে উদ্ভূত। নারীবাদ ও পরিবেশবাদ উভয় জ্ঞানশাখার মূল লক্ষ্য হল অবদমন ও নিপীড়ন অপসারণ করা। পরিবেশ ও নারী উভয়ের মধ্যে লক্ষিত অভিন্নতার উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিত থেকেই *প্রতিবেশ-নারীবাদের* (eco-feminism)[৩] উদ্ভব। সুতরাং সামাজিক কাঠামোতে নারীর উপর

---

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২।
ই-মেইলঃ anwarullah1234@yahoo.com

পিতৃতান্ত্রিক ও অন্যান্য সামজিক গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব এবং পরিবেশ-প্রকৃতির উপর মানব অবদমন —এই দুয়ের মধ্যে বিদ্যমান আন্তঃসম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা জ্ঞানতাত্ত্বিক-বয়ানই হল *'প্রতিবেশ-নারীবাদ'*। প্রবন্ধের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে এই মতবাদের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা এবং এ বিষয়ক একটি অভিজ্ঞতামূলক প্রেক্ষাপট আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হবে।

২.

ষাটের দশকে পারমাণবিক শক্তির বেপরোয়া ব্যবহার, শিল্পায়নের বল্গাহীন বিস্তার এবং বনজ-সম্পদের বাণিজ্যিক ভোগকরণের বিরুদ্ধাচারণ করে একটি সামাজিক আন্দোলনের উদ্ভব হয় তা-ই *প্রতিবেশ-নারীবাদ* নামে পরিচিত। এ ধারার তাত্ত্বিকগণ সজীব-পরিবেশ সংরক্ষণের আন্দোলনের সঙ্গে নারীর অধিকার সংরক্ষণের আন্দোলনকে এক ও অভিন্ন সুঁতোয় দেখেছেন। এই মতবাদে দুটি বিষয় লক্ষণীয়: প্রথমত: এ মতবাদ নারীবাদী কারণ যেখানেই পুরুষ-লিঙ্গ প্রভাবক কাজ করুক না কেন তা অপসারণ করা এবং নারীর স্বাধীনতা ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। দ্বিতীয়ত: এটি পরিবেশসম্মত কারণ পরিবেশ-কাঠামোর মধ্যস্থিত জৈবিক সংগঠন,ব্যক্তি, জনগোষ্ঠী, সম্প্রদায় এবং জৈবজগতের বিভিন্ন উপাদান সংরক্ষণ করার মূল্যগত দিকটির উপর এ মতবাদ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। পাশাপাশি মানুষকে পরিবেশেরই অংশ হিসাবে বিবেচনা করতে প্রলুব্ধ করে। এই যুগপৎ পরম্পরার উপর ভিত্তি করে দাবী করা হয়— কোনো ধরনের নারীবাদ তাতে যদি পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি (ecological insights) না থাকে, অর্থাৎ প্রকৃতি ও নারী-সমেত কোনো দৃষ্টিভঙ্গি না থাকে তাহলে তা একপেশে হয়ে যায়, একইভাবে কোন পরিবেশবাদী দর্শনে যদি নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (feministic insights) না থাকে তাহলে তা অপর্যাপ্ত মতবাদে পর্যবসিত হবে। একপেশে ও অপর্যাপ্ত তাত্ত্বিকতা থেকে মুক্ত করাই প্রতিবেশ-নারীবাদী দর্শনের একটি লক্ষ্য।

পরিবেশ-নারীবাদ জ্ঞানের বহুমাত্রিক ধারাকে সমন্বিত করে আমাদের চিন্তায় সাংস্কৃতিক বহুত্বের (multicutural) প্রতিফলন ঘটাতে চেষ্টা চালিয়ে থাকে। প্রতিবেশ-নারীবাদীগণ লক্ষ্য করেছেন, সামাজিক অবদমন-কাঠামো'র (oppressive framework) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বর্ণবাদ, শ্রেণীবাদ, গোষ্ঠীবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ একইভাবে যৌনতাবাদ। তাই নারী বা পরিবেশ যে কোনোটির উপর আরোপিত কর্তৃত্ব অপসারণ করতে চাই না কেন অবদমন-কাঠামোর উপর্যুক্ত বহুমাত্রিক ধারাসমূহ বিবেচনায় রাখতে হবে। মারে বুকচিন *Remaking Society: The Philosophy of Social Ecology* (1989) গ্রন্থে একই অভিমত পোষণ করেন। তাঁর

মতে, শোষণের নানা মাত্রা রয়েছে: সামাজিক স্তরে মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষিত হচ্ছে, আবার উৎপাদন প্রক্রিয়ার স্তরে এসে মানুষ শোষণ করছে প্রকৃতিকে। প্রকৃতির উপর শোষণের বেপরোয়া চর্চা মানুষের জীবনকে হুমকির সম্মুখীন করছে। এ কারণেই পরিবেশ-প্রকৃতির প্রতি সচেতন হবার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। কিন্তু বুকচিন দাবী করেন প্রকৃতির উপর মানুষের শোষণ অপসারণ করতে চাইলে তার আগে সামাজিক জীবনে বিদ্যমান শোষণের মাত্রাসমূহ নির্ধারণ করে তা অপসারণের দায়িত্ব নিতে হবে। কারণ সামাজিক জীবনে শোষণ জিইয়ে রেখে অন্যান্য শোষণ দূর করা সম্ভব নয়। সুতরাং লিঙ্গগত বৈষম্য দূর করার বিষয়টিও এর মধ্যেই এসে পড়ে। বুকচিন লিঙ্গগত বৈষম্যকে সামাজিক বৈষম্য হিসাবে সনাক্ত করে পরিবেশ ও নারীকে নিয়ে যুগপৎ আন্দোলনের প্রস্তাব করেন। তিনি জোরালোভাবে দাবী করেন, নারী ও প্রকৃতির উপর বিদ্যমান অবদমন ও কর্তৃত্বের স্বরূপ উন্মোচিত করে তাকে মডেল সাপেক্ষে গ্রহণ করে অন্যান্য সামাজিক সঙ্কট (যেমন, স্বজাত্য, আঞ্চলিক, আদিবাসী জনগণ এবং অর্থনৈতিকভাবে দলিত নীচুশ্রেণীর মানুষের সমস্যা) সমাধানের পন্থাও নির্ধারণ করা সম্ভব (Bookchin, 1989:17)।

প্রতিবেশ-নারীবাদ নারী ও প্রকৃতির মধ্যস্থিত আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে চিন্তনমূলক (introspective) দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করে থাকে। প্রকৃতির সঙ্গে নারীর আন্তঃসম্পর্কের এই চিন্তনমূলক দিকটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে প্রমাণিত হয়ে আসছে। প্রাগৈতিহাসিক সমাজের কথা ধরা যাক: এ সমাজে মানুষ বিশ্বাস করত যে, প্রকৃতির মধ্যে অতি-ভৌতিক, জীবন-ধাত্রী, এবং জীবনধারণ করার মত সকল শর্ত বিদ্যমান। এজন্য সেসময়ের মানুষ প্রকৃতির প্রতি প্রশংসা-প্রার্থনা করত, শ্রদ্ধা দেখাত। প্রকৃতির প্রতি এই শ্রদ্ধামিশ্রিত চেতনা ছিল বলেই মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির ছিল সহ-মর্মিতার সম্পর্ক। আবার নারীর প্রতিও সেই সময়ের মানুষের ছিল মাতৃ-ভক্তি, যে কারণে অধিকাংশ প্রাচীন ধর্মসমূহ সৃষ্টির লীলাজালে 'মাতৃ-ভক্তিবাদ'কে উর্ধ্বে স্থান দিত। প্রকৃতি ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রে আরেকটি বস্তুগত বিষয় উল্লেখ করা যায়: প্রকৃতি যেমন আমাদের জীবন বাঁচিয়ে রাখছে, খাদ্য দিচ্ছে, জীবন-যাপনের উপাদান সরবরাহ করছে, একইভাবে নারী আমাদের সামাজিক কাঠামোর ভিত্তিমূল তৈরি করছে, মাতৃত্বের ছায়া দিয়ে জগতকে ফলবান করে তুলছে। প্রতিবেশ-নারীবাদীদের মূলবক্তব্য হলো: নারীর জৈবিক-সংগঠনের মধ্যেই রয়েছে প্রাকৃতিক-উপলব্ধি। নারীর মধ্যে রয়েছে প্রকৃতজাত-সংবেদনশীলতা, একইভাবে প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে নারীজাত-সংবেদনশীলতা— এই দুই উপলব্ধির অভিন্নতার কারণে অবদমনের প্রশ্নে নারী ও প্রকৃতি এই দ্বি-বিভাজন সৃষ্টি অহেতুক এবং অবান্তর (Eisler,1990:23-24)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি* গ্রন্থে একই আদলে বলেন, " জীবপ্রকৃতির একটা বিশেষ অভিপ্রায় তার (নারীর)

মধ্যে চরম পরিণতি পেয়েছে। সে জীবধাত্রী, জীবপালিনী; তার সম্বন্ধে প্রকৃতির কোন দ্বিধা নেই" (মৈত্র, ২০০২:১৩৪)। স্পষ্টতই লক্ষ করা যাচ্ছে নারীকে রূপায়িত করা হচ্ছে প্রকৃতি-সদৃশ স্বরূপে। অন্যত্র নারীর মত প্রকৃতির কাজ হল "প্রাণসৃষ্টি, প্রাণপালন, প্রাণতোষণ" (প্রাগুক্ত)। আর তথাকথিত পুরুষতন্ত্র স্ত্রীজাতিকে এরকম কর্মের বেড়াজালে রেখে সে নিজে গ্রহণ করেছে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় '*নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বের সাধনার দায়িত্ব*'। ঐতিহাসিকভাবে পুরুষের উপর অর্পিত এই দায়িত্বটিকে *প্রতিবেশ-নারীবাদ* সনাক্ত করে এবং তার মধ্যে লুকায়িত শোষণ-প্রক্রিয়াটিকে অবমুক্ত করার প্রয়াস চালায়।

পরিবেশবাদীগণ দাবী করেন, মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবথেকে প্রাচীন আধিপত্যকারী দুটি বয়ান রয়েছে: নারীর উপর পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য— এ দিক থেকে নারীকে নিয়ে পুরুষকেন্দ্রিক-বয়ান (androcentric discourse)[৪] এবং প্রকৃতির উপর মানব-কর্তৃত্ব এ দিক থেকে প্রকৃতিকে নিয়ে মানবকেন্দ্রিক-বয়ান (anthropocentric discourse)[৫] । এরকম ঐতিহাসিক পটপরিক্রমার কথা বলতে গিয়ে রাইয়ান এজলার বলেন, প্রাগৈতিহাসিক কালে পশুপালনে অভ্যস্ত পাশ্চাত্য জনগোষ্ঠীতে পুরুষ আধিপত্য ছিল না। পুরুষ আধিপত্য শুরু হয় সহাস্রাধিক বছর পরে, যখন মানুষ উর্বর আবাদি জমিকে কৃষিকাজে ব্যবহার করত শিখল। কৃষিকাজে ব্যবহৃত উন্নত যন্ত্র একদিকে যেমন ভূমি বিপর্যয় শুরু করে, অন্যদিকে পুরুষ আধিপত্যকে একটি মাত্রায় উপনীত করে" (Eisler, 1988:48)। সামাজিক বিন্যাসের এ পর্যায়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় অসমতা, আধিপত্য, জবরদখল দ্বারা। আর সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাসটি গড়ে উঠে অসম শক্তির বিন্যাসের মাধ্যমে। অর্থাৎ পরিবেশ-প্রকৃতির উপর মানব-কর্তৃত্ব এবং নারীর উপর পুরুষতান্ত্রিক-কর্তৃত্বের প্রচলন একটি সামাজিক বিধিবদ্ধ সংস্কারে পর্যবসিত হয়। এ প্রসঙ্গে ক্যারোলিন মার্চেন্টও উল্লেখ করেন, বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিকতা, কর্তৃত্ব এবং প্রকৃতির উপর প্রভূত্ব করা আধুনিক বিশ্বভাবনার একটি অন্যতম রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার চরম শিকার হল — 'নারী ' ও 'প্রকৃতি'" (1980:1,2.)। সুতরাং নারী ও পরিবেশ-প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপনের ঘটনাটি ঐতিহাসিক ও পুরুষবাদী-চেতনার জায়গা থেকে উদ্ভূত। তাই মার্চেন্ট দাবী করেন, নারী ও পরিবেশ-প্রকৃতি বিষয়ক আলোচনা আলাদা নয়, বরং অভিন্ন সূত্রে গাঁথা যেতে পারে।

অবশ্য ভল পামউড (1991) পরিবেশ ও নারীর উপর আধিপত্য প্রসঙ্গে মার্চেন্ট এবং এজলারের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার মধ্যে নিহিত অসঙ্গতিকে স্পষ্ট করে তোলেন । পামউড বলেন, প্রকৃতি ও নারীর উপর অযাচিত আধিপত্য করার প্রবণতাটি শুরু হয় প্রকৃতার্থে চিরায়ত গ্রিক দর্শন এবং তাঁদের দার্শনিক চিন্তায় বিদ্যমান যুক্তিবাদী

ধারণা থেকে। বিপর্যয়ের প্রধান নিয়ামক হিসাবে তিনি 'যুক্তিবাদকে' (rationalism) দায়ী করেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, এ মতবাদে মানুষকে যুক্তিবাদী প্রাণী হিসাবে ধরে অগ্রসর হয়। আর এই যুক্তিবাদীতার বিচারে 'মানুষই শ্রেষ্ঠ' এ প্রত্যয়টি সামাজিক জীবনাচারে পাকাপোক্ত জায়গা করে নেয়। এই শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা থেকে প্রথমত বস্তুগত প্রকৃতি ও অ-মানব প্রাণীকে হীন হিসাবে ধরা হয়, যার পরিব্যপ্ত আকার লক্ষ করি নারীকে নিয়ে সৃষ্ট বয়ানে। যুক্তিবাদী দার্শনিকীকরণের ফলেই নারী এবং প্রকৃতিকে হীন হিসাবে বিবেচনা করে এদের মধ্যে ঐতিহাসিক আন্তঃসম্পর্ক দেখানো হয় (Plumwood,1991:155-60)। পামউড বলেন, দর্শনের ইতিহাসে গ্রিক যুক্তিবাদ যে দ্বৈততার (duality)সৃষ্টি করেছে, ঐতিহাসিকভাবে তা-ই সামাজিক জীবনে অসম ক্ষমতার বলয় সৃষ্টি করার জন্য দায়ী। এই ক্ষমতার বলয়ে দাঁড়িয়ে আমরা বুদ্ধিমানের সঙ্গে নির্বোধের, মানবের সঙ্গে অ-মানবের, শক্তিধরের সঙ্গে শক্তিহীনের, শোষকের সঙ্গে শোষিতের দ্বৈত-অস্তিত্ব স্বীকার করে নেই। এরকম দ্বৈততার সূত্র ধরেই নারীকে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিধর হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা পুরুষের সঙ্গে নারীর বিরুদ্ধ-অনুষঙ্গ সৃষ্টিতে উৎসাহিত করে থাকে। এই বিরুদ্ধ-অনুষঙ্গ ও দ্বৈততা শুধু মানবকেন্দ্রিক (anthropocentric) নয়, এটি পুরুষকেন্দ্রিকও (androcentric) বটে। তিনি এটাও দাবী করেন, প্রতিবেশ-নারীবাদ নামে যে সাম্প্রতিক জ্ঞান-বয়ান লক্ষ করা যায় তাও এই দ্বৈতবাদী দার্শনিক ভাবনা দ্বারা আক্রান্ত। এ কারণে পামউড প্রতিবেশ-নারীবাদের প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে প্রতিবেশ-নারীবাদের কাঠামো দাঁড় করানোর প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, অধিকাংশ পরিবেশবাদী দার্শনিক মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও পুরুষতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় দেখানোর চেষ্টা করেন। অথচ ঐতিহাসিকভাবে লক্ষ করা যায় মানব-কেন্দ্রিকতাবাদ প্রকৃতির উপর মানব উর্ধ্বতন এবং পুরুষকেন্দ্রিকতায় নারীর উপর পুরুষের উর্ধ্বতনকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এমনকি পাশ্চাত্য নারীবাদের অধিকাংশ ধারায় মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে পুরুষকেন্দ্রিকতাবাদের বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। নারী এবং অ-মানব প্রকতির উপর যথাক্রমে পুরুষ-কর্তৃত্ব ও মানব-কর্তৃত্বের ধরন নিয়ে যুক্তিবাদ যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে পামউড তার বিরুদ্ধাচারণ করেন। কিন্তু তিনি বলেন, পরিবেশ ও নারীর উপর কর্তৃত্বের সাদৃশ্যমান যুক্তির সাহায্য নিয়ে প্রকৃত কোন প্রতিবেশ-নারীবাদী দর্শন তৈরি করা যায় না (Plumwood,1996:22)। বিকল্প প্রস্তাব (কর্তৃত্ব ও অবদমনের পরিবর্তে) হিসেবে তিনি প্রত্যয়গত কাঠামোর (conceptual framework) মাধ্যমে নারী এবং প্রকৃতির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করেন। ওয়ারেনও একই দাবীতে বলেন, যদি 'নারী ও প্রকৃতির উপর কর্তৃত্বের যুক্তি'র (logic of dominations of women and nature) সাহায্য নিয়ে দমনমূলক-প্রত্যয়গত কাঠামো (opressive conceptual framework) এবং পিতৃতান্ত্রিক প্রত্যয়গত

কাঠামোর (patriarchal conceptual framework) মধ্যে একটি ধারণাগত আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায় তবেই আমরা নতুনভাবে প্রতিবেশ-নারীবাদকে বিন্যস্ত করতে পারব। ক্যারেন জে ওয়ারেন (Warren, 1994 & 2003) তিনিও পামউডের মতো প্রকৃতির সঙ্গে নারীর আন্তঃসম্পর্ক শর্ত এবং প্রত্যয়গত-কাঠামোকে প্রতিবেশ -নারীবাদী দর্শনের জন্য অপরিহার্য হিসেবে ধরেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন, 'নারী ও প্রকৃতির উপর কর্তৃত্বের যুক্তি'কে (logic of dominations of women and nature) কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য প্রতিবেশ-নারীবাদী তাত্ত্বিকগণ প্রতিবেশ-নারীবাদের কাঠামো নির্মাণের পক্ষপাতি। প্রতিবেশ-নারীবাদের প্রচলিত এই ধারা থেকে বের হয়ে ওয়ারেন দুটি মৌলিক ধারণার সমন্বয়ে প্রতিবেশ-নারীবাদী দর্শনের কাঠামো নির্মাণের পরামর্শ করেন। সে দুটি ধারণা হলো: এক. নারী, প্রকৃতি এবং অন্য-সত্তা বা "*Other human Others*" ইত্যাদির মধ্যে কর্তৃত্বের দিক থেকে আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং দুই. নারী এবং প্রকৃতির উপর অযৌক্তিক অবদমনের ভিত্তিতে এদের আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপ পর্যালোচনার মাধ্যমে। প্রথম ধাপে ওয়ারেন তাঁর দর্শনে বিভিন্ন প্রতিবেশ-নারীবাদী সাহিত্য থেকে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে দেখান যে ঐতিহাসিক (historical), প্রত্যয়গত (conceptual), অভিজ্ঞতামূলক (empirical), আর্থ-সামাজিক (socioeconomic), ভাষাগত (linguistic), প্রতীকী ও সাহিত্যিক (symbolic and Literary), আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় (spiritual and religious), জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemological), রাজনৈতিক (political) এবং নৈতিক (ethical) দিক থেকে নারী-দ্বিতীয় সত্তা-প্রকৃতির (Women-*other human Others-Nature*) মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক দেখনো যেতে পারে (Warren, 2003: 35)। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি পামউডের প্রতিবেশ-নারীবাদী দর্শনের ভিত্তি হিসাবে অবদমনের প্রত্যয়গত কাঠামো (oppressive conceptual frameworks) তত্ত্বকে সমর্থন করেন। অবদমনের প্রত্যয়গত কাঠামো বলতে তিনি এমন কতগুলো মৌলিক বিশ্বাস, মনোভাব ও প্রবণতাকে বুঝিয়েছেন যা থেকে প্রাপ্ত বোধ ও উপলব্ধি দ্বারা একজন ব্যক্তি তার নিজেকে এবং পারিপার্শ্বিক জগতকে বুঝতে চেষ্টা করেন। এই কাঠামোটি যেসব নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, সেগুলো হল: লিঙ্গ, বর্ণ-জাতিগোষ্ঠী, শ্রেণী, বয়স, স্নেহ-ভালবাসার পরিবেশ, বৈবাহিক অবস্থা, ধর্ম, জাতীয়তা, ঔপনিবেশিক প্রভাব এবং সাংস্কৃতিক অবয়ব। ওয়ারেন 'অবদমনের প্রত্যয়গত কাঠামো'র বিভিন্ন ধরন আলোচনা সাপেক্ষে এর অর্ন্তগত কর্তৃত্বের বিভিন্ন ধারাকেও অসার প্রমাণ করেন এবং নারী ও পরিবেশ নিয়ে একটি অভিন্ন ডিসকোর্স নির্মাণের পরামর্শ করেন। শেষতক ওয়ারেন দাবী করেন, অবদমনের পক্ষে অবস্থান নয়, বরং '*অবদমনের প্রত্যয়গত কাঠামো'র* স্বরূপ সম্পর্কে জেনে নিয়ে তা অপসারণের প্রয়াস নেওয়াই প্রতিবেশ-নারীবাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত (Warren, 1994:1-2)।

৩.

প্রতিবেশ-নারীবাদ প্রসঙ্গে পামউড ও ওয়ারেন থেকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায় এরিয়েল কাই সালেহ'র (1984: 339-345) আলোচনায় । সালেহ দাবী করেন, 'অবদমনের প্রত্যয়গত কাঠামো' নয় বরং 'লিঙ্গগত (sex-gender) পার্থক্য' — বিশেষ করে ব্যক্তিত্বের ধরন বা চেতনা দিয়ে আমরা নারী ও প্রকৃতির সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারি। সামাজিকভাবে আমরা নারীর দৈহিক কাঠামোর মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য দেখি যেমন, সন্তান ধারণ, মাতৃত্ব এবং কমণীয়তা তা আবার প্রকৃতির মধ্যেও লক্ষ করা য়ায়। এ প্রসঙ্গে এরিয়েল সালেহ গভীর-প্রতিবেশবাদের (deep ecology)[৬] সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, এ মতবাদ নারী ও পুরুষ, মানব ও প্রকৃতি এই দ্বৈততার পশ্চাতে বিদ্যমান উৎস প্রসঙ্গে স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে নি। বরং এর উৎস সম্পর্কিত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁরা যে দার্শনিক প্রেক্ষাপটকে গ্রহণ করেছেন তা পুরুষবাদী সংবেদনশীলতাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। এই সংবেদনশীলতার উপর ভিত্তি করে গভীর- প্রতিবেশ-নারীবাদীগণ মনে করেন, লিঙ্গগত পার্থক্য ও চেতনার গুণগতধর্ম বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় নারী ও পুরুষের মধ্যে। অর্থাৎ গভীর- প্রতিবেশবাদীদের এধরনের বক্তব্য পুরুষবাদী ডিসকোর্স নির্মাণকে উৎসাহিত করে থাকে। এজন্য তিনি এ মতবাদকে '*চিন্তার যুক্তিবাদী এবং যান্ত্রিক পন্থা*' হিসেবে উল্লেখ করেন। শুধু তাই নয় গভীর- প্রতিবেশবাদ যে ধারার প্রতিবেশ-নারীবাদকে সমর্থন করে তা 'কতোগুলো দৈহিক অভিজ্ঞতার' উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। নারী যদি একটি বিশেষ অভিজ্ঞতায় বসবাস করত তাহলে এ অভিজ্ঞতা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈধতা পেত। কিন্তু এরকম কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের সামাজ ও সংস্কৃতিতে লক্ষ করা যায় না। সালেহ অভিজ্ঞতার এই ধরন নিয়ে 'Deeper than Deep Ecology: the Ecofeminist Connection' (1984) প্রবন্ধে বলেন, পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোতে নারীকে বিশেষ অভিজ্ঞতা নিয়ে বসবাস করতে হয়। বাস্তবিক অর্থে গভীর-প্রতিবেশবাদীগণ যে বিমূর্ত নৈতিক কাঠামো প্রণয়নে প্রয়াস চালিয়েছেন তা এই বিকল্প-অভিজ্ঞতার সপক্ষে তেমন কোন সমর্থন যোগায় না (ibid,1984:18)। সুতরাং সালেহের মতে, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কোনোপ্রকার বিমূর্ত নৈতিক কাঠামোর প্রয়োজন নেই। বাস্তবিক অর্থে নারীদের সব থেকে বড় প্রয়োজন হল 'নারী অভিজ্ঞতার মূল্য' নির্মাণ করা। কারণ বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারীরা সমাজে এমনভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে যেখানে তাদের বহুবিধ গৃহস্থালী কাজ এবং বাইরের কাজ এই দুইয়ের বৈধতা একইভাবে পাচ্ছে না। প্রচলিত যান্ত্রিক-যুক্তিবাদ যা সমকালীন পুরুষবাদী সমাজের আদর্শ হিসাবে বিবেচিত তা-ই 'নারী অভিজ্ঞতার মূল্য' নির্মাণের প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়গুলোকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে পুনর্ঃর্বিবেচনা করা উচিত যার সাহায্যে আমরা বিকল্প নারী-মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে

পারি (ibid,1984:342)। সালেহ বলতে চাচ্ছেন, পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোতে প্রচলিত নারী-ভূমিকা এমন যে এর সাহায্যে নারী যৌন-কর্তৃত্ব ও পিতৃতান্ত্রিকতার অধীনস্থ হয়ে থাকে। অনেকসময় নারী নিজেও এ ধারার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। একারণে সালেহ বলেন, পরিবর্তিত নারী-ভূমিকার সাহায্যেই আমরা নারীর জন্য সমতাবাদী দার্শনিক ভিত্তি তৈরি করতে পারি।

সালেহ বলেন, অনেকসময় আমরা নারীবাদী আন্দোলনের শর্ত হিসাবে নারীর-ক্ষমতায়নের (women empowerment) বুলি কপচিয়ে থাকি। যদিও সামাজিক বাস্তবতায় নারীদের সেরকম ভূমিকা পালনের সুযোগ দেওয়া হয় না। এরকম ক্ষমতায়নের ধারণা নারীবাদী তত্ত্ব নির্মাণের জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ ক্ষমতায়নের সঙ্গে যে নারী-ভুমকার কথা বলা হয় তা খুব একটা স্পষ্ট নয়। যদিও সমকালীন অনেক সমাজেই নারী তাঁর ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করার বৈধতা অর্জন করেছে। কিন্তু এরইবা স্বরূপটা কি? যেমন, আমেরিকান সমাজে নারীগণ নারী-ভূমিকা পালনের যে বৈধতা অর্জন করেছে তা মূলত উচুঁ দরের কসমেটিক্স এবং সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য উৎপাদিত দ্রব্যের পর্যাপ্ত প্রাপ্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু অনেক নারী জানে না যে তাঁদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত দ্রব্য-সামগ্রী স্বাস্থ্য সঙ্কট সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, নারীদের ব্যবহার্য অনেক কসমেটিক্স সামগ্রীতে ব্যবহৃত রসায়নিক উপাদান পরিবেশ বিপর্যয় সৃষ্টিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। এমনকি নারীদের গৃহস্থালী কর্মের ক্ষেত্রে পালিত ভূমিকাকে সহজতর করার জন্য ব্যবহৃত ফ্রিজ, এরোসল, হেয়ারস্প্রে এবং বিভিন্ন কসমেটিক্সের প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য পশুর উপর পরীক্ষণ পরিচলন পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছ। সুতরাং নারীর এধরনের স্বাধীনতা কার্যত নারী ও পরিবেশ উভয়ের জন্য ক্ষতিকর প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা রাখছে। এসব দিক বিবেচনায় দাবী করা হয় নারীদের সামাজিক সংশ্লিষ্টতার নানান মাত্রার কারণে পরিবেশ সম্পর্কে আরো সচেতন হওয়া বাঞ্ছণীয় (Davion,1994:18-19)। সুতরাং স্বাধীনতাই নারীবাদের চূড়ান্ত কথা নয়। তবে অনেক নারীবাদী বুঝতে পেরেছেন নারীবাদ বলতে যদি বিশেষ একটি গোষ্ঠীর নারীর স্বাধীনতার আন্দোলনকে বুঝায় তাহলে নারীদের একটি বিষয় স্বীকার করে নিতে হবে যে তাঁদের সত্যিকার কোনো নারী-অভিজ্ঞতা (এক্সপিরিয়েন্স অব ফ্যামিনিটি) নেই। বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতি ভেদে নারীরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকেন, সে অনুযায়ী নারীদের নিজস্ব নারী-অভিজ্ঞতা গড়ে উঠে। নারী-অভিজ্ঞতার এই ভেদকে বিচ্ছিন্ন করে নির্দিষ্ট কোনো কাঠামোয় নারীবাদী ডিসকোর্স নির্মাণ করা আদৌ সম্ভব নয়। এজন্য বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন সংস্কৃতিতে নারীরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তাকে মামুলিভাবে সাধারণীকরণ না করে যুক্তি বিচারে যাচাই-বাছাই করা উচিত। তিনি সংশয়ের সঙ্গে বলেন, "আমি গভীরভাবে সন্দিগ্ধ

যে এরকম যাচাই-বাছাই ছাড়া বাস্তব-ভিত্তিক কোনো নারীবাদী যুক্তি দাঁড় করানো সম্ভব নয়" (Salleh, 1984:342)। তাঁর মতে, অধিকাংশ নারীবাদী অভিসন্দর্ভের ত্রুটিপূর্ণ দিক হল: তাত্ত্বিকদের অনেকেই নারীদের 'বিচ্ছিন্ন-সত্তা' হিসাবে বিবেচনা করেন। কিন্তু নারী-অভিজ্ঞতাকে বিচ্ছিন্নভাবে বুঝার উপায় নেই। নারী-সচেতনতাকে পুরুষতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত করে বুঝতে হবে । কারণ বিশেষ মাত্রা থেকে যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে নারীরা কখনোই পুরুষ থেকে বিচ্ছিন্ন নন। কারণ নারী যে লিঙ্গ-অবদমন বা পিতৃতান্ত্রিক শর্তের মধ্যে বাস করে তার মধ্য দিয়েই অবদমিত-নারী অবদমনকারীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। পিতৃতান্ত্রিক বাস্তবতায় এই বিরুদ্ধ-সংশ্লিষ্টতার মধ্য দিয়ে অবদমিত-নারী কতিপয় অভিজ্ঞতার অংশীদার হন মাত্র। নারী ব্যতীত সমাজের অন্যান্য অবদমিত গোষ্ঠীর সদস্যদের (যেমন বর্ণ, শ্রেণী) এরকম অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে হয় না। কিন্তু সামাজিক শোষণের ক্ষেত্রে অন্যান্য গোষ্ঠীর সদস্যগণ যেভাবে অবদমনকারী দ্বারা অবদমিত হচ্ছে, সেই অভিজ্ঞতা বাদ দিয়ে অথবা সামাজিক অবদমনের অন্যান্য মাত্রাকে বাদ দিয়ে নারীর প্রতি অবদমনকে উপলব্ধি করা যাবে না। নারীর প্রতি অবদমনকে বুঝার জন্য প্রয়োজন বর্ণবাদী ও শ্রেণীবাদী অভিব্যক্তির বিরুদ্ধেও অবস্থান গ্রহণ করা। কারণ পিতৃতান্ত্রিক অবদমনও নারী-বাস্তবতার একটি অংশ। পিতৃতান্ত্রিকতার মধ্যে বিদ্যমান অবদমনের যে মনোভাব রয়েছে সেটাই সমস্যা। এই সমস্যা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন নারীর সামাজিক-ভূমিকাকে উপলব্ধি করা। আবার অনেকে যদিও দাবী করেন পুরুষকে বাদ দিয়ে নারী-ভূমিকাকে বুঝতে হবে। কিন্তু সালেহ বলেন, পুরুষ-ভূমিকাকে বাদ দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে এ বিষয়টিকে বুঝা সম্ভব নয়। সুতরাং এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো এককভাবে শুধু নারীর স্বাধীনতার কথা বলে যেমন প্রকৃত কোনো নারীবাদী তত্ত্ব দাঁড় করানো যায় না, তেমনি 'নারী-ভূমিকা' চলমান নারী অবদমনের বিরুদ্ধে যথার্থ কোনো নির্দেশনা প্রদান করতে পারে না। 'নারী-ভূমিকা' যদি আদৌ কোনো ইতিবাচক নির্দেশনা প্রদান করে তারপরও এর ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। সুতরাং নারীবাদী বয়ান নির্মাণের ক্ষেত্রে নারীর-ভূমিকা নির্ধারণ অপেক্ষা নারী-নীতিটি নির্ধারণ করা আবশ্যক (Davion,1994:18-19, Salleh 1984:42-44)।

নারী-ভূমিকা প্রসঙ্গে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায় বন্দনা শিভার (1991) নারী বিষয়ক বিশ্লেষণে। তিনি নারী-ভূমিকা অপেক্ষা নারীর জন্য প্রযোজ্য একটি নীতি প্রণয়নে আগ্রহী। শিভা 'Development as a New Project of Western Patriarchy' (1991) প্রবন্ধে প্রতিবেশ-নারীবাদকে একটি ভিন্ন আঙ্গিক দিতে সমর্থ হন। তিনি পাশ্চাত্য পিতৃতান্ত্রিকতায় চলমান উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলেন, "এ ধরনের উন্নয়ন এক সময় অপ-উন্নয়নে পর্যবসিত হয়। এই উন্নয়ন ধারায় নারী, সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত নীতিকে বিপর্যস্ত করা হয়ে থাকে" (Shiva,1991:

191)। উন্নয়নের তথাকথিত পাশ্চাত্য ধাচই উন্নয়নশীল বিশ্বের দারিদ্র্যের মূল কারণ। উন্নয়নশীল রাষ্ট্র সাপেক্ষে পাশ্চাত্য উন্নয়নকৌশলের মানেই হল অপ-উন্নয়ন (Male-development) । পাশ্চাত্যে প্রকৃতি ও নারী অধ্যয়নকে তুচ্ছ করে দিয়ে যে উন্নয়ন মডেল প্রচলিত রয়েছে তা-ই বঞ্চনার মৌলিক কারণ। বস্তুত সমকালীন হ্রাসমান (reductionist) এবং দ্বৈতবাদী অর্থনৈতিক অনুশীলন (dualisic economic practice) পরিবেশ এবং নারী উভয়েরই মধ্যকার ঐক্য ও সংহতিকে তুচ্ছ করে দিয়ে সঞ্চালিত হচ্ছে। এমনকি নারী ও পরিবেশের মধ্যকার সমবায়িক ঐক্যকেও এই প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। নারী-নীতিকে রহিত করে পুরুষের আধিপত্যকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নারীকে অধীনস্থ করা এবং তাদেরকে অবদমিত করা হল নারীর প্রতি সহিংসতার উপসর্গ, আর এ থেকেই উদ্ভূত হচ্ছে তথাকথিত *নারীত্ব-নীতির অধঃস্তনতা* (subjugation of feminine principle)। এ পরিপ্রেক্ষিত ধরে তিনি বলেন, নারীর প্রতি এই সহিংস মনোভাবই পরিবেশ-প্রকৃতির প্রতি উগ্র হতে উদ্বুদ্ধ করছে, আর এই উগ্রতাই সাম্প্রতিক পরিবেশ সঙ্কটের একমাত্র উপসর্গ (Shiva,1990: 191,193)। প্রতিবেশ-নারীবাদ সম্পর্কিত শিভার বিশ্লেষণ নিয়ে পাশ্চাত্যে নানানমুখীন বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে। বিতর্কের একটি ধারা লক্ষ করা যায় ভিক্টোরিয়া ডভিয়নের রচনায় (1994:21)। তিনি শিভার উন্নয়নবাদী বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে বলেন, লিঙ্গগত-ভূমিকা বুঝতে ব্যর্থ হয়ে শিভা প্রাকৃতিক-লিঙ্গ পরিপূরকতার (natural gender complementarity) উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এখানে প্রাকৃতিক-লিঙ্গ পরিপূরকতা (natural gender complementarity) মূল সমস্যা নয়, বরং সমস্যা হল লিঙ্গ-ভূমিকাকে অবমূল্যায়ন করা। যদিও শিভা মনে করেছেন, লিঙ্গ-ভূমিকা অস্তিত্বশীল হয় যে কোনো আধিপত্য বা অধীনস্থ হওয়ার শর্তের উপরে। কিন্তু ডভিয়ন মনে করেন, নারীকে প্রকৃতিগতভাবে হীন, অধীনস্থ দাবী করা নারীবাদী ভাবনার ক্ষেত্রে একধরনের নেতিবাচক পূর্বানুমান যার উপর ভিত্তি করে বাস্তবে কোনো নারীবাদী দর্শন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় । মানুষের উপর মানুষের অবদমন, নারীর উপর পুরুষ অবদমন রয়েছে এরকম দাবী করার অর্থই হলো অবদমন প্রসঙ্গে প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা স্বীকার করে নেওয়া। আর প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা একটি পর্যায়ে নারীর অবমূল্যায়নকে ত্বরান্বিত করে থাকে (Davion, 1994:21)। আবার শিভার প্রস্তাবিত 'লিঙ্গ-পরিপূরকতা'র ধারণাটিকে যদি স্বীকার করে নেই তাহলেও পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 'লিঙ্গ-ভূমিকা'র নীতিটিকে তুচ্ছ করে দেখা হবে। এজন্য ডভিয়ন মন্তব্য করে বলেন, শিভা কখনো 'লিঙ্গ-পরিপূরকতা', আবার কখনোবা 'লিঙ্গ ভূমিকা' ইত্যাদি বক্তব্যের মাধ্যমে আসলে কি বুঝাতে চাচ্ছেন তা স্পষ্ট নয় (Davion, 1994:22)। এসব ব্যাখ্যার বিকল্প হিসেবে আমরা সালেহের 'দি ফ্যামিনিন' বিশ্লেষণকে গ্রহণ করতে পারি। সালেহের মতে, 'দি ফ্যামিনিন' এমন এক বিষয় যার দ্বারা একাধারে নারী ও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট সঙ্কট নিরসনের জন্য সহজতর ও

প্রাসঙ্গিক নীতি আবিষ্কার করা সম্ভব। সর্বোপরি আমরা ভল পামউড ও ক্যারেন জে ওয়ারেনের ব্যাখ্যায় নারীবাদ প্রসঙ্গে যে কর্তৃত্বের প্রত্যয়গত ব্যাখ্যা ও এর সঙ্গে পরিবেশবাদী ধারণাকে সম্পৃক্ত করে তৃতীয় একটি নারীবাদী ধারা শক্তিশালী করতে পারি। এই তৃতীয় ধারার উপর দাঁড়িয়ে আমরা একদিকে পরিবেশগত সঙ্কট অন্যদিকে নারীবাদী বাচ্যকে (voice) জোরালো করতে পারি। উপর্যুক্ত আলোচনাটিকে আরো স্পষ্ট করার জন্য পরবর্তী অনুচ্ছেদে প্রতিবেশ-নারীবাদের কয়েকটি অভিজ্ঞতামূলক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করা হবে যার সাপেক্ষে এই মতবাদটির তাত্ত্বিক দিকটি স্পষ্ট করা সম্ভব হবে।

৪.

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি সমকালীন বাস্তবতায় পরিবেশগত সঙ্কট যতোটা সামাজিক ইস্যু তদপেক্ষা এটি একটি নারীবাদী ইস্যুও। কয়েকটি অভিজ্ঞতামূলক প্রেক্ষাপট থেকে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। মানবসৃষ্ট ও কৃৎকৌশলগত প্রভাবে, বিশেষ করে নির্বনায়ন, বনায়নের বাণিজ্যিকিকীকরণ ইত্যাদি কারণে প্রাকৃতিক-সম্পদ বিনষ্ট হবার ফলে প্রথমত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে নারী। এশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার বাস্তবতায় এই দৃষ্টান্তটির যথেষ্ট যৌক্তিকতা লক্ষ করা যায়। কৃষি-নির্ভর সমাজে পরিবেশ-প্রকৃতি বিপর্যয়ের ফলে প্রাকৃতিক এলাকা অধ্যুষিত নারীদের পানি ও জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের জন্য অনেক দূরদূরান্তে যেতে হয়, এতে করে নারী নানাধরনের স্বাস্থ্য-সমস্যায় আক্রান্ত হয়। ফলে নারী তার গৃহস্থালী প্রয়োজন মেটাতে পর্যাপ্ত সহযোগিতা করতে পারে না। সহযোগিতার অপ্রতুলতা পরিবারের অর্থনৈতিক টানাপোড়েনকে স্থায়ী করে। এই টানাপোড়েনের প্রত্যক্ষ আক্রান্ত হল নারী। এটা হল বনজ-অর্থনীতি নির্ভর সম্প্রদায়ে নারীর প্রান্তিক অবস্থা। তাছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর নারীর জন্য খুবই ভয়াবহ। যেমন, খরা, বন্যা, প্রাকৃতিক তাণ্ডব ইত্যাদি দ্বারা সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক সঙ্কটে নারীই অপেক্ষাকৃত বেশি দলিত হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নারীর জন্য অপরিহার্য পরিণতিসমূহ হল: অনাহার, শোষণ বঞ্চনার ও যৌন-নিপীড়নের শিকার হওয়া। বাংলাদেশের খরা আক্রান্ত উত্তরবঙ্গের প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত রংপুরে ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে পঞ্চাশজন নারী (যাদের বয়ঃসীমা ২০ থেকে ৩০ এর মধ্যে) ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে যৌনবৃত্তিতে নাম রেজিস্ট্রি করতে উৎসাহিত হয় (দেখুন, Nahar Kabir,1997:13) । তারা মনে করেছে অর্থনৈতিক কষ্টে দিনাতিপাত করার চেয়ে যৌনবৃত্তি পেশাটিই অপেক্ষাকৃত উত্তম। একই হালচিত্র আমরা লক্ষ করি পাহাড়ি ও সমতলের আদিবাসী নারীদের ক্ষেত্রে। আদিবাসী এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ দখল করার জন্য সে এলাকাকে বাঙালি

অধ্যুষিত করার সরকারী অপ-পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এ অপ-পরিকল্পনার অপেক্ষাকৃত নির্মম শিকার হচ্ছে আদিবাসী নারী। রাষ্ট্রীয়ভাবে সৃষ্ট নিরাপত্তাহীনতা, বাঙালি জনগোষ্ঠী দ্বারা প্রাকৃতজনদের উপর দলন আদিবাসী নারীর করুণ ও অসহায় চিত্রই ফুটে উঠে। মোদ্দাকথা প্রাকৃতিক সম্পদের সত্ত্বাধিকার (entitlement of natural resources) থেকে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করার মানসিকতার অংশ হিসেবেই দ্রুত এবং নির্বিচারে চালানো হচ্ছে বন ধ্বংসের তৎপরতা। মধুপুর গারো অধ্যুষিত এলাকার সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের কথা ধরা যাক: এখানে যে ইকো-পার্ক নির্মাণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর কর্তৃত্ব করার মানসিকতা থেকেই উদ্ভূত । এই মানসিকতা একদিকে যেমন হীন-শ্রেণীর মানুষের উপর দলনকে উৎসাহিত করে, একইভাবে সে এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অসহায়ত্বকে আরো দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে। এভাবে সেই এলাকার বনজ-প্রকৃতি, মানুষ এবং নারী সবকিছুই শোষণ ও কর্তৃত্বের উপাদানে রূপান্তরিত হয়। এরকম নানাবিধ তৎপরতার অংশ হিসাবে পাহাড়ী ও সমতল আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাকে অপরাধ-এলাকায় পরিণত করার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। সেখানে অন্যান্য অপরাধকর্মের সঙ্গে নারীর উপর অর্থনৈতিক ও পাশবিক দলন করার বিষয়টি স্থান পাচ্ছে। প্রায়ই পত্রিকার মাধ্যমে আদিবাসী নারী ধর্ষিত হবার বিষয়ে যে অবগত হই তা মূলত সেই অপরাধকর্মেরই অপরিহার্য ফলমাত্র।

পরিবেশের সঙ্গে নারীবাদী ইস্যুর আরেকটি বাস্তবসম্মত দৃষ্টান্ত হল চিপ্‌কো ম্যুভমেন্ট। উত্তর ভারতের ঝাড়খণ্ডের হিমালয় পাহাড়ের পাদদেশে চিপ্‌কো এলাকার বনজ-অরণ্যকে অবাধে ধ্বংস করার পরিপ্রেক্ষিত থেকে এই আন্দোলন উৎসারিত। অন্যভাবে বলা যায় চিপকো নারীদের দুটি ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনই হল চিপ্‌কো মুভমেন্ট : এক. নির্বনায়নের ফলে উদ্ভূত পরিবেশ সঙ্কট হতে নিজেদের রক্ষা করা এবং দুই. পরিবেশ সঙ্কটের ফলে উদ্ভূত নারীর প্রান্তিকায়ন রোধ করা। এই দুটি ইস্যুকে সামনে রেখে চিপকো নারীদের গড়ে উঠা যুগপৎ আন্দোলনই প্রতিবেশ-নারীবাদী আন্দোলন হিসেবে অপেক্ষাকৃত পরিচিত হয়ে আসছে।

নির্বনায়ন ও বনজ-সম্পদ উজাড়করণ সাপেক্ষে সরকারী নীতি চিপকো এলাকার নারী নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক অবস্থাকে ভেঙ্গে দেবার প্রেক্ষাপট থেকে সেখানে একটি আন্দোলন গড়ে উঠে। কারণ নির্বনায়ন কর্মসূচির ফলে উদ্ভূত জ্বালানী সঙ্কট, পানি সঙ্কট এবং স্বাস্থ্য বিপর্যয় চিপকো শিশু ও নারীদের দুঃসহ অবস্থায় পড়তে হয়। ক্যারেন জে ওয়ারেনের রচনা (২০০৩) থেকে জানা যায়: এ প্রেক্ষাপটে চিপ্‌কো নারী তার জীবিকা নির্বাহের সমস্যা, স্বাস্থ্য সমস্যা তথা অধিকারের বিষয়টিকে এক করে বিবেচনা করেন। আর মানুষ হিসেবে চিপ্‌কো নারীর বেঁচে থাকার বিষয়টিকে পরিবেশগত অবস্থার সঙ্গে অভিন্নভাবে মূল্যায়ন করেন। ফলে বৃটিশ সরকার এবং

সাতচল্লিশ পরবর্তী ভারত সরকারের চিপকো নির্বনায়ন বিরোধী পলিসির বিরুদ্ধে তারা দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। চিপকো অধিবাসীগণ প্রাচীন ভারতের 'অরণ্য সংস্কৃতি' এবং গান্ধীর 'সত্যাগ্রহ' নীতিকে আন্দোলনের দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। হিমালয়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, সেখান থেকে অর্জিত সুযোগ-সুবিধাদি, পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে হিমালয়কে কেন্দ্র করে বৃটিশ সরকার, তারপর ভারত সরকার অভিন্ন ব্যবস্থা প্রচলন করেন। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আরো টেকসই করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সেই এলাকাকে মূলত বনশূন্য করা হয়। ফলে বনজসম্পদ নির্ভর চিপ্‌কো আদিবাসীগণ হতাশ হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক সঙ্কট এড়ানোর জন্য সে এলাকার পুরুষ সম্প্রদায় কাজের সন্ধানে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে থাকে। কিন্তু চিপ্‌কো নারী সেই এলাকার বনজ-মায়া ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছা করেন নি। ধীরে ধীরে তারা সেখানে থেকেই কৃষিকাজে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। যদিও অর্থনৈতিকভাবে তাদের বিপর্যস্ত জীবন যাপন করতে হয়। চিপ্‌কোবাসীদের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার কারণ যাচাই করতে গিয়ে গবেষকগণ আবিষ্কার করেন যে, সেই এলাকার বনজ সম্পদকে কেন্দ্র করে যে সরকারী বাণিজ্যিককরণ নীতি প্রচলিত রয়েছে তা-ই চিপকোবাসীদের জন্য নিষ্পেষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই ঘটনা থেকে বেশি আক্রান্ত হয় সে এলাকার নারী জনগোষ্ঠী। পরবর্তী সময়ে সেই এলাকার নারীদের অধিকার ও বেঁচে থাকার প্রশ্নটিকে সামনে রেখে বিভিন্ন নারীবাদী সংগঠন এগিয়ে আসে। তারাও লক্ষ করেছেন: চিপ্‌কো বন-উজাড় নীতি এবং সেই এলাকার উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণের নামে বনজসম্পদ পাচারকরণই নারীর এই সঙ্কটের জন্য দায়ী। চিপ্‌কো নারী এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সরকারী নির্বনায়ন কর্মসূচির বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। বৃটিশ নাগরিক ক্যাথরিন হিলম্যান এবং একজন বৃটিশ জেনারেলের কন্যা মেডেলিন স্লেড গান্ধীর অ-হিংস নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে চিপ্‌কো নারীদের অধিকার আদায়ের বিষয়ে সোচ্চার হন। তারা লক্ষ করেছেন নির্বনায়নের ফলে পাহাড় ভেঙ্গে পড়া, মাটি ধ্বস এবং পাহাড়ি ঢল অধিক মাত্রায় বেড়ে যায়। এতে করে সে এলাকার জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ মহিলা প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হতে থাকে। এই দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচানোর কর্মসূচি হিসাবে তারা চিপকো নারীদের নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে। সঙ্ঘবদ্ধ এই সংগঠক পরবর্তী সময়ে চিপ্‌কো নারীর অধিকার সংরক্ষণের অংশ হিসেবে নির্বনায়ন রোধে আন্দোলন কর্মসূচি হাতে নেয়। এভাবে দেখা যায় চিপ্‌কো নারী হয়ে উঠে নারীর অধিকার সংরক্ষণ ও পরিবেশ প্রকৃতি সংরক্ষণের প্রতিভূ প্রতীক। এ দিক থেকে বলা যায় চিপ্‌কে মুভমেন্ট প্রতিবেশ-নারীবাদী আন্দোলনের এক নতুন মাত্রা সূচনা করেছে। চিপ্‌কো অভিজ্ঞতার আলোকে তাই বলা যায়: প্রতিবেশ-নারীবাদ পাশ্চাত্যে দার্শনিক অভিধা হিসেবে সমাদৃত হলেও এর যথাযোগ্য প্রায়োগিক ক্ষেত্র হিসেবে ভারতের চিপ্‌কো হল উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। চিপ্‌কো অভিজ্ঞতার তথ্যচিত্রটি থেকে ক্যারেন জে ওয়ারেন (২০০৩: ২৯) সিদ্ধান্তে আসেন যে, নারী, প্রকৃতি, ভারসাম্যহীন পরিবেশ,

উজাড় হয়ে যাওয়া গভীর-বনভূমি (rainforest trees) এবং সমকালীন আদিগোষ্ঠী সংস্কৃতিতে নির্বনায়ন কর্মসূচী পরিবেশ-নারীবাদের আলোচ্য বিষয় হতে পারে। নারীবাদী ধারার সঙ্গে প্রতিবেশবাদী সচেতনতা নারীবাদকে এক ভিন্নমাত্রা দিতে পারে। সুতরাং নারীবাদ ও পরিবেশবাদ উভয়মুখী. আন্দোলনের একটি সমন্বিত প্রয়াস হতে পারে প্রতিবেশ-নারীবাদ।

৫.

পরিশেষে বলা যায় নারীর উপর কর্তৃত্ব এবং পরিবেশের অপব্যবহার নিয়ে প্রতিবেশ -নারীবাদ বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। এ মতবাদ সমাজস্থ লিঙ্গভেদ বৈষম্যের স্বরূপ আলোচনা এবং পরিবেশ সঙ্কট নিরসনে বেশকিছু ইতিবাচক প্রস্তাব করে থাকে। অধিকাংশ প্রতিবেশ-নারীবাদী বিশেষ করে ক্যারেন জে.ওয়ারেন এবং ভল পামউড পিতৃতান্ত্রিক সামজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় প্রকৃতির উপর মানব-কর্তৃত্ব (anthropocentric domination) এবং 'নারী'র উপর পুরুষতান্ত্রিক-কর্তৃত্ব (patriarchal domination) এবং কর্তৃত্বের যৌক্তিকতার (logic of domination) ভূমিকা আলোচনা সাপেক্ষে তা অপসারণে ভূমিকা রাখতে বলেন। নারী ও পরিবেশ-প্রকৃতির উপর যদি কর্তৃত্ব বা অবদমনের দার্শনিক, আর্থ-সামাজিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তিটি জানা যায় তাহলেই কেবল তা অপসারণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহজতর হবে। অনেক নারীবাদী বলেন, প্রতিবেশ-নারীবাদী ডিসকোর্স নির্মাণে অনেক ক্ষেত্রেই মত ও পন্থা নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই আমাদের প্রয়োজন পরিবেশস্থ বিভিন্ন উপাদান এবং বৈষম্যের শিকার নারীদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বুঝার মাধ্যমে এবং এ বিষয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দাঁড় করানো যা পরিবেশ সঙ্কট ও নারীর প্রতি বৈষম্যনীতি অপসারণে একটি সমাধান দিতে সক্ষম। অন্যদিকে নারী-মূল্য এবং প্রকৃতি-মূল্যকে বুঝার মাধ্যমে আমরা পরিবেশ-সচেতনা বৃদ্ধি করতে পারি। নারী-মূল্য উপলব্ধির মাধ্যমে নারীর উপর পুরুষতান্ত্রিক অবদমন অপসারণ এবং প্রাকৃতিক-মূল্যকে বুঝার মাধ্যমে আমরা প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করতে পারি। এতে করে আমাদের সমকালীন সমাজে বিরাজমান পরিবেশ-প্রকৃতি বিরোধী মনোভাব এবং নারী-বৈষম্য রোধ করা সহজ হবে। এরকম দার্শনিক উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে পরিবেশ ও নারীর উপর অবদমনের যৌক্তিকতা হ্রাসকল্পে *প্রতিবেশ-নারীবাদ* নামে একটি যুগপৎ আন্দোলনের সম্ভবনাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

টীকা

১. ভিন্ন-সত্তা (others) শব্দটির একটি সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য রয়েছে। মার্কসীয় দর্শনে সমাজের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় শ্রমিক এবং খেটে খাওয়া মানুষদেরকে প্রলেতারিয়েত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। লুকাচ এ শ্রেণীটিকে সাব-অলটার্ণ হিসাবে উল্লেখ করেন। তবে তিনি

সাব-অলটার্ণ হিসেবে অন্যান্য অধিকার বঞ্চিত শ্রেণীকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রতিবেশ -নারীবাদী দার্শনিক ক্যারেন.জে ওয়ারেন বলেন, সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অপেক্ষা সমকালীন বিষম সমাজে প্রকৃতি ও নারীকে যেভাবে মূল্যায়ন করা হয় তাতে করে এরাই হয়ে উঠেছে অন্য-সত্তা। ইউরো-আমেরিকান সংস্কৃতিতে প্রত্যয়টি অন্য-মানব (human Others) হিসেবে পরিচিত, এখানে অন্তর্ভুক্ত শ্রেণী হল নারী, বর্ণগোষ্ঠী এবং শিশু। আবার অন্যপৃথিবী (earth Others) বলতে প্রাণী, উদ্ভিদ, প্রকৃতি এবং ভূমি ও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

২. সম্প্রতি উত্তর আধুনিকতাবাদী দর্শন ও সাহিত্যে Discourse পরিভাষাটি ব্যবহার করা হচ্ছে। পশ্চিম বঙ্গে অনেক প্রাবন্ধিক যেমন, পার্থ প্রতিম চট্টোপাধ্যায়, মলয় রায় চৌধুরী প্রমুখ কোনো বাংলা পরিভাষা ব্যবহার না করে সরাসরি ডিসকোর্স পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। আমি শব্দটির বাংলা পরিভাষা হিসাবে বয়ান ব্যবহার করতে আগ্রহী। বর্ণনার (Description) স্বরূপ থেকে আলাদা করার জন্যই Discourse এর বাংলা পরিভাষা হিসাবে বয়ান শব্দটিকে ব্যবহার করা যায়। ফুঁকোর কাছে ডিসকোর্স-এর অর্থ হল: কতোগুলো সুসমন্বিত বক্তব্য যা সত্য সম্পর্কে প্রমাণমূলক বিবরণ দেয় এবং কোন একটি সমস্যাকে সনাক্ত করার জন্য অন্যান্য আনুষঙ্গিক ধারণারও আমদানি করে থাকে। যেমন, দার্শনিক ডিসকোর্স, সাহিত্যিক ডিসকোর্স, নারীবাদী ডিসকোর্স ইত্যাদি। একইভাবে epistemic discourse হল ঐ সম্পর্কিত বিষয়সমূহের জ্ঞানতাত্ত্বিক বয়ান ।

৩. পরিবেশ ও নারী বিষয়ক ভাবনার ক্ষেত্রে তৃতীয় ধারার সাম্প্রতিক প্রবাহ হল *প্রতিবেশ-নারীবাদ* (ecofeminism)। ইংরেজি ecofeminism শব্দটি বাংলা-পরিভাষা হিসাবে কখনো *নারী-নিসর্গনীতি* (দেখুন, মৈত্রি, শেফালি, *নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানামাত্রা*, কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশিং, ২০০২, অধ্যায়: নারী-নিসর্গনীতি), কখনো পরিবেশতাত্ত্বিক-নারীবাদ (দেখুন, চৌধুরী, হাসানুজ্জামান, *পরিবেশ ও পুজিঁবাদ*, অধ্যায়: প্রকৃতি, নারী, শ্রম, পুজিঁ: গভীরতম বিরোধে বেচেঁ থাকা, ঢাকা,সাহিত্যিকা, ২০০৪) আবার কখনোবা *প্রতিবেশ-নারীবাদ* কিংবা *পরিবেশ-নারীবাদ* (দেখুন খানম, রাশিদা আখতার *নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,২০০০: পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি নামে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমি শব্দটির প্রাসঙ্গিকতা বিচার করে Ecofeminism এর বাংলা পরিভাষা হিসাবে *প্রতিবেশ-নারীবাদ* ব্যবহার করতে আগ্রহী। এই ধারণাটি প্রথম পাওয়া যায় ফ্রঁসোয়া দোবন (Fracoise d'Eubonne) এর *La Feminism ou La Mort* (1984) গ্রন্থে। প্রতিবেশ-নারীবাদীগণ দাবী করেন নারীর উপর কর্তৃত্ব করার রীতি থেকে পুরুষকেন্দ্রিক ডিসকোর্স এবং পরিবেশের উপর মানব অবদমনের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত বিপর্যয়ের ধারণা থেকে মানবকেন্দ্রিক (anthropocentric) ডিসকোর্স সৃষ্টি হয়েছে। পৃথকভাবে দুটি মতবাদই মনে করে নারী ও পরিবেশের উপর আরোপিত কর্তৃত্ব মূলত মানুষের ভোগবাদী চিন্তাভাবনার পরিপ্রেক্ষিত থেকে উদ্ভূত। সুতরাং দুটি প্রবাহই কর্তৃত্ব ও অবদমন অপসারণের প্রয়াস নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। পরিবেশ ও নারী উভয়ের মধ্যে লক্ষিত এই অভিন্নতার উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক ভিত্তি নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিত থেকেই প্রতিবেশ-নারীবাদের উদ্ভব।

৪. প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে আদিম সাম্যবাদী সমাজ (এটাকে অনেক সময় কৌম-সমাজও বলা হয়) ছিল মাতৃতান্ত্রিক , এখানে সম্পদের সমতাভিত্তিক বন্টনের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। যে-মাত্র সম্পদের মালিকানার ধারণাটি জন্ম নেয় সেমাত্র শোষণও একটি মাত্রা লাভ করে এবং ভেঙ্গে যায় মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা, শুরু হয় পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য। সুতরাং ঐতিহাসিকভাবে শোষণ ও পুরুষতান্ত্রিকতা একই সমসাময়িক। সমাজ ও নারীর উপর পুরুষের এই শোষণ ও অবদলন সম্পর্কিত আলোচনাই পুরুষকেন্দ্রিক-বয়ান (androcentric discourse) হিসেবে পরিচিত।

৫. পরিবেশবাদী দার্শনিকগণ দু'দিক থেকে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে দেখান, এর প্রথমটি হলঃ মানবকেন্দ্রিকতাবাদ (anthropocentrism), এখানে মনে করা হয় মানুষের প্রয়োজনে প্রকৃতি, দ্বিতীয় ধারাটি হল অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ (non-anthropocentriism), এখানে মনে করা হয় প্রকৃতির স্ব-নিহিত মুল্য রয়েছে; একারণে পরিবেশ সংরক্ষণ উচিত। পরিবেশ নীতিবিদ্যার প্রথম ধারাটি মানবকেন্দ্রিক বয়ান নামে পরিচিত। সাধারণত দাবী করা হয় মানবকেন্দ্রিকতাই পরিবেশ সঙ্কটের জন্য দায়ী।

৬. ১৯৭২ সালে ৩রা সেপ্টেম্বর নরেওয়ের বিখ্যাত দার্শনিক আর্ন নায়েসিস রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে অনুষ্ঠিত World Future Reasearch Conference এর তৃতীয় সম্মেলনে পঠিত The Shallow and the Deep, Long-Range Ecological Movement শীর্ষক প্রবন্ধে গভীর-প্রতিবেশ (Deep Ecology) নামে পরিবেশবাদী তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। এই তত্ত্বের মূলকথা হল মানুষের মত অন্যান্য প্রাণীকূল এমনকি প্রাকৃতিক বস্তুরাজিরও স্বতঃমূল্য রয়েছে। তাঁরা আরো মনে করেন প্রাকৃতিক-বস্তুরাজি ও সম্পদ স্বতঃমূল্যবান — একটি গাছ বা পাথরের মূল্য মানুষের উপর নির্ভর করে না, এটি তার নিজের গুণেই মূল্যবান হয়ে উঠে। নিবিড়-পরিবেশবাদ প্রকৃতির এই অন্তর্নিহিত মূল্যকে স্বীকার করে নিয়েছে।

তথ্যসূত্র

Davion, Victoria (1994), "Is Ecofeminism Feminism?" In Warren, Karen J., (ed..) *Ecological Feminism*, Great Britain: Routledge.

Eisler, Riane, (1988), *The Chalice and the Blade: Our History, Our Future*, San Francisco: Harper and Row.

Nahar Kabir, Nurun (1997) 'Rural Poverty snd Women: Socio-cultural and Economic Dimensions', In Khaleda Salahuddin et al. (eds.) *Women and Poverty*, Women for Women: Dhaka.

Merchant, Carolyn., (1980) *The Death of Nature: Women and the Scientific Revolution*, San Francisco: Harper and Row.

Plumwood, V. (1991) Nature, self, and gender: feminism, environmental philosophy, and the critiques of rationalism, *Hypatia* 6, 1:3-27.

Salleh,A.K. (1984) Deeper than Deep Ecology: the eco-feminist connection, *Environmental ethics*, 6.4: 339-45.

Shiva, V. (1988) *Staying Alive: Women, Ecology and Development*, London: Zed Books.

-------(1990) Development as a new project of western patriarchy, In Diamond and G.F. Orenstein (eds) *Reweaving the World: The emergence of ecofeminism, Snfrancisco*: Sierra Club Books.

Warren, Karen J., (1994), *Ecological Feminism*. (ed.), Great Britain: Routledge.

--------- (2000), *Ecofeminist Philosophy: A Western Perspective on What It Is and Why It Matters*, Cumnor Hill, Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

মৈত্রি, শেফালি (২০০২) নৈতিকতা ও *নারীবাদ: দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানামাত্রা*, কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশিং

সেন, অমিয়কুমার (১৯৭৫) 'রবীন্দ্রনাথের অরণ্যমানস', *প্রসঙ্গ: রবীন্দ্রনাথ*, কলিকাতা: তুলিকলম.